কৃষিই সমৃদ্ধি

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ-২০১৭
১৬-৩০ জুন

স্বাস্থ্য পুষ্টি অর্থ চাই, দেশি ফলের গাছ লাগাই

বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় আবহাওয়া নানা রকম ফল উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। নামমাত্র যত্নে, কখনও বিনা যত্নেই আমাদের উর্বর মাটিতে নানা রকম ফলের গাছ জন্মানো সম্ভব। ভিটামিন ও খনিজ লবণের উৎকৃষ্ট উৎস ফল খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও মেধার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শুধু তাই নয় ফলদ বৃক্ষ পরিবেশ রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও অন্যতম চাবিকাঠি হতে পারে, পুষ্টি ও আর্থিক নিরাপত্তা অর্জনের এ ভালো উৎসকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের পথে আমরা এগিয়ে যেতে পারি আরও একধাপ। অথচ এদেশের বেশির ভাগ মানুষ প্রতিদিনের ফলের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয় বনভূমিও আমাদের নেই। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে ফল ও ফলদ বৃক্ষের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা প্রয়োজন। প্রয়োজন ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ-২০১৭ এর সফল বাস্তবায়ন।

ফল গাছ কেন লাগাবেন?

- ফল গাছ মানুষের খাদ্যের জোগান দেয়;
- পুষ্টির অভাব মেটায়;
- পশুপাখির খাবারের উৎস;
- উৎকৃষ্ট কাঠ ও জ্বালানি পাওয়া যায়;
- আসবাবপত্র, যানবাহন, কুটির শিল্পের উপকরণ পাওয়া যায়;
- বিভিন্ন রোগের ওষুধ এবং পথ্য হিসেবে ফলের অবদান যথেষ্ট;
- ফল রফতানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়;
- বিদেশি ফলের আমদানি কমিয়ে দেশীয় অর্থের সাশ্রয় করা যায়;
- ফল থেকে উন্নতমানের জুস, জ্যাম, জেলি, আচার, মোরব্বা তৈরি করা যায় ও এসব প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ হতে পারে;
- নিবিড় ফল চাষের মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করে বেকারত্ব দূর করা যায়;
- ফলের চারা-কলমের নার্সারি করে কৃষি শিল্প গড়ে তোলা যায়;
- মাটির ক্ষয় রোধ ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা করে;
- ফল গাছ জীবন রক্ষাকারী অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে;
- গাছ ছায়া দেয়।

উন্নতমানের ফল পাওয়ার উপায়

আপনার একটু আগ্রহ ও আন্তরিকতায় আজকের একটি ফলের চারা আগামী দিনের জীবন বীমা হিসেবে কাজ করবে। এজন্য আমাদের করণীয়–

- উন্নতমানের সুস্থ সবল চারা-কলম সংগ্রহ;
- সরকারি-আধাসরকারি ও বিশ্বস্ত নার্সারি থেকে চারা সংগ্রহ;
- সঠিকভাবে গর্ত তৈরি ও সার প্রয়োগ;
- সময়মতো ও সঠিক দূরত্বে রোপণ;
- খুঁটি এবং খাঁচা দিয়ে চারা রক্ষা করা;
- রোপণকৃত চারার যথাযথ যত্ন নেয়া;
- আগাছা পরিষ্কার করা;
- প্রয়োজনে চারার গোড়ায় মাটি দেয়া;
- সুষম মাত্রায় জৈব ও অজৈব সার ব্যবহার;
- পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন করা;
- প্রয়োজনীয় সেচ ও পানি নিকাশের ব্যবস্থা করা;
- প্রয়োজনে নিকটস্থ কৃষিকর্মীর পরামর্শ নেয়া।

কৃষি মন্ত্রণালয়